আজকের কাগজ

তারিখ ..27 AUG 1994 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

67

এসএসসি পরীক্ষার পাসের হার এবং ঘনীভূত সঙ্কট

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ পেল গত বৃহস্পতিবার। এবারের পরীক্ষার ফল দেখে শিক্ষার্থী কিংবা অভিভাবক মহলের উদ্বেগ প্রকাশ করার কোনো আশঙ্কা নেই। আশঙ্কা নেই এই কারণে যে, এবারের পাসের হার স্মরণকালের ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে। পরীক্ষা পাসের হারের এমন নজীরবিহীন ঘটনা সচেতন জনসাধারণকে নিঃসন্দেহে ভাবিয়ে তুলবে। এবারের পাসের হার ৭৮.৩৬%। তালিকাভুক্ত মোট ২ লাখ ২২ হাজার ২০৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ২ লাখ ১৯ হাজার ৮৭২ জন ছাত্র-ছাত্রী। মোট পাস করেছে ১ লাখ ৭২ হাজার ২৯৩ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৯১ হাজার ২১৮ জন। দ্বিতীয় বিভাগ ৭৮ হাজার ৭৮৪ জন এবং তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে মাত্র ২ হাজার ২৯১ জন। পৃথক পৃথকভাবে ছাত্র এবং ছাত্রীদের পাসের হার যথাক্রমে ৭৯.৭৬% এবং ৭৬.২৫%। এসএসসি পরীক্ষার পাসের হার প্রতিবছরই অসম্ভব রকমের বেড়ে যাওয়ার পেছনে পরীক্ষা পদ্ধতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করেছে এ কথা অস্বীকার করার জো নেই। কারণ শিক্ষা বোর্ড এসএসসি পাঠ্যক্রমের তালিকায় রচনামূলক এবং নৈর্ব্যক্তিক বিষয় যোগ করেছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল করা সহজতর হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের ভাবা উচিত ছিল যে, ভাল ফল করা এবং প্রকৃত অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ এক কথা নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মেধাচর্চার যে সুযোগ, সে সুযোগ বলতে গেলে বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ তারা একটি বিষয়েই অত্যন্ত সচেতন যে কিভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধিকতর সহজ পদ্ধতিতে ভাল ফল করা যাবে। আর তার উৎস বাতলে দিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা বোর্ড নিজেই। যার কারণে পাসের হার আমরা উল্টো দেখতে পাচ্ছি। আগে ফল প্রকাশের কথা শুনলে পরীক্ষার্থীর মুখাবয়ক ভয়ে কুঁচকে যেত। কারণ পাসের হার ছিল খুবই কম। আগে খোঁজা হত কে পাস করেছে আর এবারের ফল দেখে নিশ্চয়ই খোঁজা হবে কে ফেল করেছে। কারণ নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা এবং পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে এই উল্টো প্রশ্নটা অনিবার্য হয়ে উঠবে। বিভাগ অনুযায়ী যদি পাসের পরিসংখ্যান করি তা হলে দেখা যাবে যে, তৃতীয় বিভাগে সবচেয়ে কম পাস করেছে (২ হাজার ২৯১ জন)। অথচ এই নতুন পদ্ধতির পূর্বেকার বছরগুলোতে প্রথম বিভাগে পাস করা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এবারের তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ সংখ্যার মত।

একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, প্রথম বিভাগে পাসের সংখ্যা কয়েক গুণ বাড়লেও প্রথম বিভাগ পাওয়ার যে সম্মান তা মোটেও বজায় নেই। কারণ প্রথম বিভাগে পাস এখন একটা গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে যেন ইচ্ছে করলে যে কোন ছাত্র-ছাত্রী এটা অর্জন করতে পারে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষার মান নিম্নগামী হবার কারণেই এমনতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আগে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ইচ্ছে করলেই রাজধানী ঢাকার যে কোন ভাল কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পেত। পাসের হার এবং একই সঙ্গে প্রথম বিভাগ পাওয়ার হার বেড়ে যাবার কারণে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করবে এবং দেখা যাবে প্রথম বিভাগ পাওয়া প্রায় অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রীই ভালো কোনো কলেজে ভর্তিই হতে পারবে না। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে ঠেকবে সেটা কি কর্তৃপক্ষ একবার ভেবে দেখেছেন। ভেবে দেখেছেন কি ক্রমবর্ধমান বেকারের এই দেশে পাসের হার এই প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি পেলে এবং শিক্ষার মানগত দিক হ্রাস পেলে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। তাই পরীক্ষার পাসের হার দেখে উল্লসিত না হয়ে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির নিশ্চয়তা প্রদানসহ তাদের ভবিষ্যতের পথ বাতলে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ- যাতে তারা তাদের ভবিষ্যৎ গঠন করার সুযোগ পায় এবং উচ্চ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে নিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হতে পারে। সে নিশ্চয়তা তারা পাবে কি?